দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... DEC 1986

পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3

148

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি চাই না

মানুষের জীবনের সর্বোত্তম সময় হচ্ছে ছাত্র জীবন। ছাত্রদের নৈতিক দায়িত্ব হলো উত্তমভাবে অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন করে নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, ছাত্ররা আজ নিজেদের আসল উদ্দেশ্য পিছনে রেখে নৈতিক মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে পাঠ্যচর্চা পরিহার করে রাজনীতি চর্চায় নিয়োজিত হয়ে আত্মঘাতীর পথে পা বাড়াচ্ছে। এটা তাদের জন্য বড়ই বোকামি। এর জ্বলন্ত প্রমাণ কিছু দিন পূর্বের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃশংস ঘটনা। গত ২৬ নভেম্বর বিকেল ৩টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের নিকট দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা কিরিচ, ছুরি, হকিস্টিক, পিস্তল, বন্দুক ও হাত বোমার সাহায্যে একে অপরের উপর হামলা চালায়। এই সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক আহত ছাত্রের মধ্যে ২০ জনকে গুরুতর অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আরেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৭ সেপ্টেম্বর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ৭৩ দিন বন্ধ থাকার পর গত ১ ডিসেম্বর খুললেও নিরীহ ছাত্ররা এখনও নিরাপত্তার অভাবে ক্লাসে যোগ দিতে পারছে না। এ ধরনের লোমহর্ষক বর্বরোচিত ঘটনা ইদানীং শিক্ষাঙ্গনে অহরহ ঘটছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৬ সনেই কয়েক ডজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র সংঘর্ষের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সব সংঘর্ষে অনেক প্রস্ফুটিত মূল্যবান জীবন অকালেই ঝরে গেছে। পঙ্গুত্বের শিকার হচ্ছে হাজার হাজার সম্ভাবনাময় জীবন। জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেছেন। সুষ্ঠু ও উপযোগী শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের রাজনীতিকে চিরতরে নির্মূল করার বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। ছাত্রদের 'জ্বালাও পোড়াও' রাজনীতি বন্ধ করার জন্য জাতীয় সংসদ বিল পাস করার আহবান করেছেন। এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এ ধরনের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে সে প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরী বাতিল করার ঘোষণা করেছেন। এটা সরকারের একটি বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ।

ধীরে ধীরে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র অবস্থা বিনষ্ট হচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক মধুর সম্পর্ক বিলুপ্তির পথে। রাজনৈতিক দলসমূহের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোমলমতি এই ছাত্রদের মন-মগজে তাদের মতবাদ ঢুকিয়ে দিয়ে ক্রীড়নক হিসেবে এদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ছাত্ররা রাজনীতিবিদদের ছেড়ে দেয়া বুলেট হয়ে একজনকে বিদ্ধ করে নিজেও অকেজো হয়ে পড়ে। অভিভাবকগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। পিতা-মাতার বড় আশা ও স্বপ্ন, একদিন তার ছেলে যোগ্য মানুষ হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু সন্তান পিতার অর্জিত টাকা পয়সা খরচ করে মুখোশধারী রাজনীতিবিদদের প্ররোচণায় পড়ে নিজের অমূল্য জীবন নষ্ট করে দেয়। সাদা কাফনে লাশ হয়ে ফিরে আসে। এই তো বর্তমান পরিস্থিতি। এই নৈরাজ্যকর ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে সরকারের সঙ্গে সকল মহলকে শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ঐক্যমত পোষণ করে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। নতুবা এর সর্বনাশী সংক্রামক ব্যাধি সমাজের সকলকে রাহুর মত গ্রাস করবে। কোন রাজনীতিবিদও এর কবল থেকে নিস্তার পাবেন না।

—মোঃ মাহমুদুল হাসান